93031 - চুরিকৃত জিনিস ক্রয় করা এবং ক্রেতা ছাড়া অন্য কাউকে হস্তান্তর করার হুকুম

প্রশ্ন

আমার বাবা একজন কাফের থেকে কিছু যন্ত্রপাতি কিনেছেন, অথচ তিনি জানেন যে এগুলো চুরি করা। এ ব্যাপারে শরীয়ত কী বলে? আমি বাবার কাছ থেকে কোনো সম্পদ নিয়ে তা যদি ব্যবসায় বিনিয়োগ করি, তাহলে এ ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

চুরি করা পণ্য ক্রয় করা জায়েয নয়, যদিও তা কাফিরদের কাছ থেকে চুরি করা হয়ে থাকে। এটি সত্তাগতভাবে হারাম সম্পদ, যা কারো জন্য অধিকারে নেওয়া জায়েয নয়। এমনকি ক্রয়, হেবা বা উত্তরাধিকারের মতো বৈধ পথেও নয়।

যে ব্যক্তি জানে যে সে যা কিনতে যাচ্ছে তা চুরি করা, তার উপর ওয়াজিব হলো চোরকে নিষেধ করা, তাকে চুরি থেকে তওবা করতে বলা এবং পণ্য মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দিতে বলা। যদি সম্ভব হয় এবং মালিকদের পরিচয় জানা থাকে, তাহলে পণ্য তাদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা অথবা তাদেরকে তাদের চুরি হওয়া পণ্যের অবস্থান সম্পর্কে জানানো অথবা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা।

যে ব্যক্তি জেনেশুনে চুরির পণ্য ক্রয় করেছে, সে গুনাহগার হয়েছে। তার তওবার পূর্ণতার জন্য প্রয়োজন হলো পণ্য মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া এবং যে বিক্রেতার কাছ থেকে কিনেছে তার কাছ থেকে মূল্য ফেরত নেওয়া।

চোরের কাছ থেকে কেনা মূলতঃ চোরকে পাপ ও সীমালঙ্ঘনে সহায়তা করা, তাকে তার কাজ অব্যাহত রাখতে উৎসাহিত করা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিষেধ করা ছেড়ে দেওয়া। এছাড়া ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হওয়ার শর্তগুলির মধ্যে একটি হলো বিক্রেতা যা বিক্রি করছে তার মালিক হওয়া। যদি সে চোর হয়, তাহলে সে মালিক নয়। এটি ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তিকে বাতিল করে দেয়।

এ বিষয়ে পূর্ববর্তী আলেমদের ফতোয়াসমূহ নিম্নরূপ:

১. শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন:

“জবরদখলকৃত সম্পদ এবং অগ্রহণযোগ্য চুক্তির মাধ্যমে গ্রহণ করা সম্পদ দখলে নেওয়ার মাধ্যমে বৈধ হয় না। যদি

মুসলিম তা জানতে পারে, তাহলে সে এর থেকে বিরত থাকবে। যে ব্যক্তি সম্পর্কে আমি জানি যে সে কারো সম্পদ চুরি করেছে বা আমানতের খিয়ানত করেছে বা অন্যায়ভাবে জোর করে কারো সম্পদ দখল করেছে: আমার জন্য তার কাছ থেকে তা নেওয়া জায়েয নয় — না হেবা বা উপহারের মাধ্যমে, না বিনিময় হিসেবে, না মজুরির পরিশোধ হিসেবে, না বিক্রয়মূল্য হিসেবে, আর না ঋণ পরিশোধ হিসেবে। কেননা এটি সেই মজলুমের নিজের সম্পদ।”[মাজমুউল ফাতাওয়া (২৯/৩২৩)]

২. শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ আরও বলেন:

“তাদের (অর্থাৎ তাতারদের) কাছে বা অন্য কারো কাছে যদি এমন সম্পদ থাকে যা তারা কোনো নিরপরাধ ব্যক্তির কাছ থেকে জোরপূর্বক নিয়েছে বলে জানা যায়, তাহলে যে ব্যক্তি তা নিজের অধিকারে নেওয়ার উদ্দেশ্যে ক্রয় করতে চায় তার জন্য তা ক্রয় করা জায়েয নয়। তবে যদি উদ্ধার করার লক্ষ্যে ক্রয় করা হয় যাতে শরীয়তসম্মত খাতে ব্যয় করা যায়, তাহলে সম্ভব হলে মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দিবে। নতুবা মুসলিমদের কল্যাণে ব্যয় করা জায়েয হবে।”[মাজমুউল ফাতাওয়া (২৯/২৭৬)]

৩. ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটির আলেমরা বলেন:

“যদি কোনো ব্যক্তি নিশ্চিত হয় যে বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপিত পণ্যটি চুরি বা ছিনতাই করা অথবা যে ব্যক্তি তা উপস্থাপন করছে সে শরীয়তসম্মতভাবে এর মালিক নয় এবং তা বিক্রয়ে অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি নয়, তাহলে তা ক্রয় করা তার জন্য হারাম। কারণ এই ক্রয়ের মধ্যে রয়েছে পাপ ও সীমালঙ্ঘনে পারস্পরিক সহযোগিতা, প্রকৃত মালিকের কাছ থেকে পণ্য ছিনিয়ে নেওয়া, মানুষের উপর যুলুম করা, অন্যায়কে স্বীকৃতি দেওয়া এবং পাপে তার অংশীদার হওয়া। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

‘সৎকর্ম ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে পরস্পর সহযোগিতা করো এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করো না।’[সূরা আল-মায়িদাহ: ২]

সুতরাং যে ব্যক্তি জানে যে এই পণ্যটি চুরি করা বা ছিনতাই করা, তার উচিত নম্রতা, কোমলতা ও প্রজ্ঞার সাথে চোরকে উপদেশ দেওয়া যাতে সে চুরি থেকে ফিরে আসে। যদি সে না ফেরে এবং তার অপরাধে অটল থাকে, তাহলে তার উপর দায়িত্ব হলো সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানানো, যাতে অপরাধী তার অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি পায় এবং অধিকার তার মালিকের কাছে ফিরে আসে। আর এটি সৎকর্ম ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতার অন্তর্ভুক্ত। কেননা এতে যালিমকে তার যুলুম থেকে বিরত রাখা এবং যালিম ও মযলুম উভয়কে সাহায্য করা হয়।

এ কারণেই হাদীসে এসেছে, আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

“তোমার ভাইকে সাহায্য করো, সে যালিম হোক বা মযলুম।” সাহাবীরা বললেন: “হে আল্লাহর রাসূল! এই মযলুমকে সাহায্য করব, তা তো বুঝলাম, কিন্তু যালিমকে কীভাবে সাহায্য করব?” তিনি বললেন: ‘তার হাত ধরে রাখবে (অর্থাৎ তাকে যুলুম থেকে বিরত রাখবে)।[বুখারী তার সহীহ গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন, এবং ইমাম আহমাদ মুসনাদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।] আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে: এক ব্যক্তি বললেন: ‘হে আল্লাহর রাসূল! মযলুম হলে সাহায্য করব, কিন্তু জালিম হলে কীভাবে সাহায্য করব?’ তিনি বললেন: “তাকে যুলুম থেকে বিরত রাখবে, কেননা এটাই তার সাহায্য।”

সুতরাং, যালিমকে সাহায্য করার অর্থ তাকে তার যুলুম ও সীমালঙ্ঘন থেকে বিরত রাখা এবং মযলুমকে সাহায্য করার অর্থ তার অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা এবং যালিমকে তাকে কষ্ট দেওয়া থেকে বাধা দেওয়া। এটি ফরযে কিফায়া। যদি সরকারিভাবে বা অধিক শক্তিমানের পক্ষ থেকে এ কাজ করার কেউ না পাওয়া যায়, তাহলে তার সাধ্য ও সামর্থ্য অনুযায়ী নম্রতা ও কোমলতার সাথে এটি করা তার উপর কর্তব্য হয়ে পড়ে। আর এর জন্য সে ইনশাআল্লাহ সওয়াব ও পুরস্কার পাবে।”[সমাপ্ত]

শাইখ আব্দুল আযীয ইবনে বায, শাইখ আব্দুল আযীয আলুশ শাইখ, শাইখ সালেহ আল-ফাউযান, শাইখ বকর আবু যাইদ।”[ফাতাওয়াল লাজনাহ আদ-দায়িমা (১৩/৮২, ৮৩)]

৪. শাইখ আব্দুল আযীয বিন বায রহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল:

“আমার কাছে এমন একটি পণ্য উপস্থাপন করা হয়েছে যা চুরি করা বলে আমার কাছে প্রতীয়মান হয়েছে। তবে যে তা উপস্থাপন করেছে সে চোর নয়, বরং সে তা এমন একজনের কাছ থেকে কিনেছে যে চোরের কাছ থেকে কিনেছিল। আমি যদি এটা জেনেও তা কিনি তাহলে কি আমি গুনাহগার হব, যদিও আমি সেই মালিককে চিনি না যার কাছ থেকে চুরি করা হয়েছে?”

তিনি উত্তরে বলেন: “শরীয়তের দলিলসমূহ থেকে যা স্পষ্ট হয়: যদি তোমার কাছে স্পষ্ট হয় বা প্রবল ধারণা হয় যে এটি চুরি করা, তাহলে তা ক্রয় করা তোমার জন্য জায়েয নয়। কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার বাণী:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ক্ষেত্রে সহায়তা করো না।” আর এ কারণে যে, তুমি জানো বা তোমার প্রবল ধারণা হয় যে বিক্রেতা শরীয়ত অনুসারে এর মালিক নয় এবং তা বিক্রয়ে তাকে শরীয়ত অনুমতি দেওয়া হয়নি। তাহলে তুমি কীভাবে তার যুলুমে তাকে সহায়তা করবে এবং অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রহণ করবে? হ্যাঁ, যদি উদ্ধারের উদ্দেশ্যে এবং মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য তা ক্রয় করা সম্ভব হয়, তাহলে কোনো সমস্যা নেই, যদি জোর করে তা নেওয়া সম্ভবপর না হয় এবং যালিমকে শাস্তি দেওয়া সম্ভবপর না হয়। তবে যদি জোর করে তা নেওয়া এবং তাকে শরীয়তসম্মত শাস্তি দেওয়া সম্ভবপর হয়, তাহলে সেটি করাই ওয়াজিব হবে। উক্ত হুকুম এই হাদীসের উপর ভিত্তি করে: “তোমার ভাইকে সাহায্য করো, সে যালিম

হোক বা মযলুম।’[ফাতাওয়াশ শাইখ ইবনে বায (১৯/৯১, ৯২)]

দুই:

আপনার বাবার কাছ থেকে সম্পদ গ্রহণ করার ব্যাপারে কোনো সমস্যা নেই। কারণ যার সম্পদে হালাল-হারাম মিশ্রিত হয়ে গেছে, তার সাথে ক্রয়-বিক্রয়, হেবা, ঋণ ইত্যাদির মাধ্যমে লেনদেন করতে কোনো সমস্যা নেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদিদের সাথে লেনদেন করতেন, অথচ তারা সুদখোর এবং হারাম সম্পদভোগী ছিল।

তবে আপনার বাবার কাছ থেকে আপনি যে সম্পদ নিচ্ছেন তা যদি স্বয়ং চুরিকৃত সম্পদ হয়, তাহলে তা আপনার বাবার জন্যও বৈধ নয় এবং আপনার জন্যেও নয়।

পরিশেষে আপনার উচিত আপনার বাবাকে হালাল অন্বেষণ করতে এবং হারাম বর্জন করতে উপদেশ দেওয়া। কেননা যে শরীর হারাম খেয়ে গড়ে উঠেছে, জাহান্নামই তার জন্য অধিক উপযুক্ত।

আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করি যে, তিনি আপনাদেরকে তাঁর হালাল দিয়ে হারাম থেকে এবং তাঁর অনুগ্রহ দিয়ে অন্য সবকিছু থেকে অমুখাপেক্ষী করেন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।